দৈনিক ইনকিলাব

২৮/১১/২০০৫

তারিখ ... ...

ফিরে দেখা : ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহগামী

বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়ন এবং পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতি ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে

ফিলিপ বাউরিং ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বরের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ইসলাম ও আধুনিকতা সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে মুসলিম বিশ্বে এই ঘটনা অনেক ভ্রান্তজনিত তথ্যের জন্ম দেবে। এ থেকে একটি কথা চালু হয়েছে যে, ইসলাম ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র আছে।

আলজেরিয়ার সাথে সিরিয়া ও মিসরের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে পূর্বের ঐ বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই উচিত বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের নীতি ও তাদের কর্মকাণ্ডের খতিয়ান পর্যালোচনা করা।

এ রকম ৬টি দেশের প্রথম রাষ্ট্রটি (যেটি আরব) এবং তাদের অমুসলিম দেশের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোরিয়ার সাফল্য সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। জাপান ও তাদের এককালের ঔপনিবেশিক রাজ্য কোরিয়া ও তাইওয়ান অর্থনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের, বার্মার নি উইনের মত শিল্প জাতীয়করণ করেন। এ কারণে মিসর দরিদ্র এশীয় দেশগুলোর কাতারেই রয়ে গেছে। পশ্চিমা ভাষ্যকাররা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দুরবস্থার রেকর্ডকে ভারতের সাথে তুলনা করতে চান। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার প্রথম ৩০ বছরে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল করেছে। পরবর্তীতে ব্যর্থতার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনুসৃত জাতীয়করণ নীতি অনেকটা দায়ী। এছাড়াও আফগানিস্তানের ২২ বছরের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের একটা খারাপ প্রভাবকেও দায়ী করা হয়। পাকিস্তানে বিরাজমান সামন্তবাদী সামাজিক কাঠামো বহুলাংশেও ইসলামের রক্ষণশীলতা কিছুটা হলেও মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য দায়ী।

কিন্তু তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানের চেয়ে ইরান শাহের আমলেও পরবর্তীকালে আলেম-ওলেমার শাসনাধীনে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছেলেদের চেয়ে মহিলা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশী।

যদিও রাজনৈতিকভাবে ধর্মীয় অত্যাচার ও আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা ইরানে প্রকট সমস্যা হিসেবে থাকলেও রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক নীতির কারণে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির ধীর গতি লক্ষণীয়।

শাহ বিরোধী বিপ্লব ও ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণেও অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তেহরানের একটি সচল শেয়ারবাজার আছে। ইরানে বিরাজমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে বেসরকারীকরণ বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়: বাংলাদেশের চেয়ে পাকিস্তানের অবস্থা আরও খারাপ। বস্তুত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনবহুল 'বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি' থেকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষার উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতিতে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত এবং সুদৃঢ় বাংলাদেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তুরস্কের মত আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষ রষ্ট্রে বাংলাদেশ নয়।

মুসলিম তুরস্ক পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক সাফল্য ও সামাজিক উন্নয়নের কাছাকাছি পৌছতে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের খ্রিস্টান প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় দেশটির রেকর্ড ভাল।

পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ ইন্দোনেশিয়া চার বছর আগেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এমনকি প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর আমলেও ইন্দোনেশিয়ার ব্যক্তি স্বাধীনতা বর্তমান চীনে বিরাজমান অবস্থার তুলনায় বেশী নিশ্চিত ছিল।

অতিরিক্ত পুঁজি প্রবাহ ও ব্যক্তি পূজার প্রবণতার কারণে অর্থনৈতিক মন্দাবাদ শুধু ইন্দোনেশিয়াকেই আক্রান্ত করেনি, পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এই উপসর্গগু[illegible]
সংক্রমিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ ক[illegible]
যেতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট সুহার্তো [illegible]
প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রবর্ত[illegible]
ক্ষেত্রে ব্রাজিলকে অনুসরণ করেছিলেন। বি[illegible]
ব্রাজিলে এই ব্যবস্থা কিছুকালের জ[illegible]
সাফল্যের মুখ দেখলেও ইন্দোনেশিয়ায় [illegible]
ব্যবস্থা একটি প্রকট অর্থনৈতিক সম[illegible]
হিসেবে দেখা দেয়।

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবেশী মুসলিম দে[illegible]
মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির খতিয়[illegible]
অত্যন্ত স্থিতিশীল ও আকর্ষণীয় যা অ[illegible]
একটি প্রতিবেশী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দে[illegible]
থাইল্যান্ডের অগ্রগতির সাথে তুলনীয়।

স্বাধীনতা-উত্তর পূর্ব এশিয়ায় ধর্মকে কে[illegible]
করে প্রগতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতি[illegible]
ক্ষেত্রে কোন সংঘাত বা বিতর্ক হয়[illegible]
তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ সউদী আরব [illegible]
মধ্যপ্রাচ্যের সুলতান শাসিত দেশগু[illegible]
ব্যতিরেকে পূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলে[illegible]
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপী[illegible]
দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, এই দেশগুলোর উন্নতি ও অগ্রগতি[illegible]
ধারা ল্যাটিন আমেরিকার সমতুল্য ব[illegible]
ওয়াকেবহাল মহলের অভিমত।

সামন্তবাদ বহাল থাকায় এবং পাশ্চাত্য [illegible]
ইসরাইলের অত্যাচারে জর্জরিত হওয়[illegible]
আরব বিশ্বে বহু ভয়াবহ ঘটনা ঘটে[illegible]
এশিয়াতেও অমুসলিমদের নিয়ে ভয়াবহ ঘট[illegible]
ঘটেছে। প্রধান প্রধান মুসলিম দেশগুলো[illegible]
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সে[illegible]
দেশের সুনির্দিষ্ট ইতিহাসেরই ফলশ্রুতি। [illegible]
মধ্যে ধর্ম হচ্ছে শুধুমাত্র একটি উপাদা[illegible]
এসব দেশ শাসনে এখন আর ওজস্বী [illegible]
অহংকারী মোল্লারা নেই। বর্তমানে যুক্তর[illegible]
শাসন করছে বাগাড়ম্বরপটু খ্রিস্টান রেভি[illegible]
ইভানজেলিস্টরা। কিন্তু ইসলামী শাসন প্রক্রি[illegible]
একদিন এসে যাবে, যদি পশ্চিমারা আ[illegible]
বিষয়গুলোর প্রতি নজর না দিয়ে সাধারণভা[illegible]
ইসলামী দেশগুলোকে বঞ্চিত করার চে[illegible]
চালায়।

—ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের সৌজন্যে